সূচীপত্র

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারাবেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল 'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি,
পাতায়-গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল-ফেলা।
ডুবারী ডুবে মুকুতা-চেয়ে;
বণিক ধায় তরণী বেয়ে;

ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল-ফেলা।

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাঁথা তরল তানে
দোলনা ধরি যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর বেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে ;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

—*০*—

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে॥

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি॥

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালবাসায়
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল-যে লুকিয়েছিলি কে জানে ॥

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ॥

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,-
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি ॥

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি'
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে॥

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে-যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানি না কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে॥"

খেলা

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া।
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন আঙিয়া।

বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া।

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি॥

ভিখারি ওরে, অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া
মাগিস কিবা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি' ঝুলিয়া।

ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি'
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া।
কী চাস ওরে অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা॥

ঘুমের বুড়ী আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের পরে কোমল-করে
পরশ-বুলানী।

মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ী আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী।

খোকা

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল তাপ-নাশা—
জানো কি কেউ কোথা হতে-যে
করে সে যাওয়া-আসা।
শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল-কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা;—
সেখান হতে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা॥

খোকার ঠোঁটে যে-হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন্ দেশে-যে জনম তার
কে কবে তাহা মোরে।
শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি' ছিল
শিশির-শুচি ভোরে,—
খোকার ঠোঁটে যে-হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে॥

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে-কচি কোমলতা—
জানো কি সে-যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।
মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরান ছেয়ে
মাধুরীরূপে মুরছি' ছিল
কহেনি কোনো কথা,—
খোকার গায়ে মিলিয়া আছে
যে-কচি কোমলতা॥

আশিস আসি' পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জানো কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে।
ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্য দলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে ॥

এই যে খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জানো তা কি।
হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা,
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি—
এই যে-খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি ॥

ঘুমচোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া।
মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দীঘিটিতে
গিয়াছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—
তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,
ওপারে নীরব চখা-চখীরা,
শালিক থেমেছে ঝোপে শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখিরা।
তখন রাখাল ছেলে পাঁচুনি ধুলায় ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে;
বাঁশ-বাগানের ছায়ে এক-মনে এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।
সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর
ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে,
মা এসে অবাক রয়, দেখে খোকা ঘরময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে।
যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধ'রে
সে-লোক লুকাবে কোথা ত্রিলোকে।

যাব সে-গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলু কুলু বহে যেথা ঝরনা।
যাব সে বকুল বনে নিরিবিলি যে-বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘর-করনা।
যেখানে সে-বুড়ো বট নামায়ে দিয়েছে জট,
ঝিল্লী ডাকিছে দিনে দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে বন-দেবতারা নাচে
চাঁদনিতে রুনুঝুনু নূপুরে,
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন-মাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি,
শুধাব মিনতি ক'রে আমাদের ঘুম-চোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি।

কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে।
কোনোমতে দেখা তার পাই যদি একবার
লই তবে সাধ মোর পুরায়ে।
দেখি তার বাসা খুঁজি' কোথা ঘুম করে পুঁজি,
চোরা-ধন রাখে কোন্ আড়ালে।
সব লুটি' [illegible]ব তার, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে।

ডানা দুটি বেঁধে তা'রে নিয়ে যাব নদী-পারে
সেখানে সে বসে এক কোণেতে
জলে শর-কাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে,
দিন কাটাইবে কাশ-বনেতে।
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারারাত টিটি-পাখি টিটকারি দিবে ডাকি—
"ঘুম-চোরা কার ঘুম হরিবে।"

অপযশ

বাছারে তোর চক্ষে কেন জল।
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্।
লিখতে গিয়ে হাতে-মুখে
মেখেছ সব কালী,
নোংরা ব'লে তাই দিয়েছে গালি?
ছিছি উচিত এ কি।
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক দেখি।

বাছারে, তোর সবাই ধরে দোষ।
আমি দেখি সকল-তাতে
এদের অসন্তোষ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে,
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
ছিছি কেমন ধারা।
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষ্মীছাড়া।

কান দিয়ো না তোমায় কে কী বলে,
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে।
মিষ্টি তুমি ভালবাসো
তাই কি ঘরে পরে,
লোভী ব'লে তোমায় নিন্দে করে।
ছি ছি হবে কী।
তোমায় যারা ভালবাসে
তারা তবে কী।

বিচার

আমার খোকার কত-যে দোষ
সে-সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি।
দুষ্টামি তার পারি কিংবা
নারি থামাতে,
ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তাতে আমাতে।
বাহির হতে তুমি তারে
যেমনি করো দূষী
যত তোমার খুশি ;
সে-বিচারে আমার কী বা হয়।
খোকা ব'লেই ভালবাসি
ভালো ব'লেই নয়।
খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝো।
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁজো।
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে।

বিচার করি শাসন করি
করি তারে দূষী।
আমার যাহা খুশি।
তোমার শাসন আমরা মানিনে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো॥

চাতুরি

আমার খোকা করে গো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায় না সে কি সাধে।
মায়ের বুকে মাথাটি থুয়ে
সে ভালবাসে থাকিতে শুয়ে,
মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরান তার কাঁদে।

আমার খোকা সকল কথা জানে।
কিন্তু তার এমন ভাষা,
কে বোঝে তার মানে।
মৌন থাকে সাধে?

মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তাঁর কী আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মুখচাঁদে।

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে
ভিখারিটির মতো।
এমন দশা সাধে?
দীনের মতো করিয়া ভান,
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে॥

খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধাহারা
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ
ঘুমায় শুকতারা।
ধরা সে দিল সাধে?
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চাহে অসীম সুখে,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়া-ফাঁদে॥

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না ;
হাসির দেশে করিত শুধু
সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে ?
মধুমুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া,
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে ॥

নির্লিপ্ত

বাছা, রে মোর বাছা ;
ধূলির পরে হরষ ভরে
লইয়া তৃণগাছা
আপন মনে খেলিছ কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
এ তৃণ লয়ে খেলা ॥

আমি যে কাজে রত,
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব করি কত ;

আঁকের সারি হতেছে ভারি
কাটিয়া যায় বেলা,—
ভাবিছ দেখি মিথ্যা এ কী
সময় নিয়ে খেলা।

বাছা রে মোর বাছা,
খেলিতে ধূলি গিয়েছি ভুলি
লইয়ে তৃণগাছা।
কোথায় গেলে খেলনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
সোনারুপার ঢেলা।

যা পাও চারিদিকে
তাহাই ধরি তুলিছ গড়ি
মনের সুখটিকে :
না পাই যারে চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরি আশায় ফিরি
ভাসাই মোর ভেলা॥

কেন মধুর

রঙিন খেলনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে॥

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে,
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে॥

যখন নবনী দিই লোলুপ করে
হাতে মুখে মেখে চুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধু-রসে ভারি কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে॥

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি॥

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে-নিভৃতে।
তার রবি শশী তারা
জানিনে কেমন ধারা
সভা করে আকাশের তলে,
আমার খোকার সাথে
গোপন দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।
শুনেছি আকাশ তারে
নামিয়ে মাঠের পারে
লোভায় রঙিন ধনু হাতে,
আসি' শালবন 'পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তার সাথে।
যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,

খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে-পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে—
সকল উদ্দেশহারা
সকল ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে ;—
যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব ইতিহাসহীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি এক-ধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কা'রা করে আসা-যাওয়া।
তাহারা অদ্ভুত লোক
নাই কারো দুঃখ শোক,
নেই তারা কোনো কর্মে কাজে,
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে ॥

সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখি,
যাহা খুশি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে,—
তাই সে শোনে কত-যে গান
কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল।
তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে

খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে।
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী।
সত্য বুড়ো নানা রঙের
মুখোস পরে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম
করে হেলা
মা-যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই,—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।

খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে
খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে।

আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে,—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
রশারশি।
এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা,
যেন তারা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা।

চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
　　এমনি ভাবে
যেন তারা সাত ভায়েরে
　　কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এমনিতরো
　　অবোধ ভাবে,
যেন তারা জানেই নাকো
　　কোথায় যাবে।
ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
　　সকাল বেলা,
যেন তারা কেবল শুধু
　　মাটির ঢেলা।
দীঘি থাকে নীরব হয়ে
　　দিবারাত্র—
নাগকন্যের কথা যেন
　　গল্পমাত্র।
সুখ দুঃখ এমনি বুকে
　　চেপে রহে—
যেন তারা কিছুমাত্র
　　গল্প নহে।
যেমন আছে তেমনি থাকে
　　যে যাহা তাই—

আর যে কিছু হবে, এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্ব-গুরুমশায় থাকেন
কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন

মাগো আমায় ছুটি দিতে বল্‌
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে,
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হোলো তাই,
একদিনো কি দুপুরবেলা হোলে
বিকেল হোলো মনে করতে নাই।

আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে
সূর্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুরধারে এসে।
আঁধার হোলো মাদার গাছের তলা,
কালী হয়ে এল দীঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষীর দল।
মনে কর্ না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্ না সন্ধ্যে হোলো যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুরবেলা রাত হবে না কেন।

সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?

সত্যি করে বল্
মায় করিস নে মা ছল,
বলতে আমায় "দূর দূর দূর।
কোথা থেকে এল এই কুকুর ?"
যা, মা, তবে যা, মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে
আমি খাব না তোর পাতে।

যদি খোকা না হয়ে
আমি, হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে ?
সত্যি ক'রে বল্
আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় "হতভাগা পাখি
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি।"
তবে নামিয়ে দে মা ;
আমায় ভালবাসিস নে মা ;
আমি রবো না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরি-ওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
"চুড়ি চা—ই চুড়ি চাই" সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে-পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।

আমি যখন হাতে মেখে কালী
ঘরে ফিরি—সাড়ে চারটে বাজে;
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
বাবুদের ঐ ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে,
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।

মা তারে তো পরায় না সাফ জামা
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি,
ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ঐ ফুল-বাগানের মালী।

একটু বেশি রাত না হোতে হোতে
মা আমাদের ঘুমপাড়াতে চায়।
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি পরে পাহারা-ওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিটমিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
ইচ্ছে করে পাহারা-ওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি॥

মাস্‌টার বাবু

আমি আজ কানাই মাস্টার
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।

আমি ওকে মারিনে মা, বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি "শোন্ শোন্।"
দিন রাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি—চ ছ জ ঝ ঞ,
ও কেবল বলে মিয়োঁ মিয়োঁ।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা, কত—
চুরি করে খাসনে কখনো
ভালো হোস গোপালের মতো।
যত বলি সব হয় মিছে
কথা যদি একটিও শোনে।
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে।
চড়াই পাখির দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।

যদি বলি,— চ ছ জ ঝ ঞ,
দুষ্টুমি ক'রে বলে—মিয়োঁ।

আমি ওরে বলি বার বার,
পড়ার সময় তুমি পোড়ো—
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।
ভালো মানুষের মতো থাকে,
আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,
এমনি সে ভান করে, যেন
যা বলি বুঝেছে তার মানে।
একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই।
আমি বলি—চ ছ জ ঝ ঞ,
ও কেবল বলে—মিয়োঁ মিয়োঁ।

বিজ্ঞ

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠেছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুষ।

আমি যখন খাওয়া খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো করে মুখে দেয় মা পুরি'।

সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে'
যদি বলি—খুকি পড়া করো,
দু-হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে,
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।

আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি,
তোমার খুকি অমনি কেঁদে ওঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি।

আমি যদি রাগ ক'রে কখনো—
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি—
তোমার খুকি খিলখিলিয়ে হাসে
খেলা করছি মনে করে ও কি।

সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি—"আসছে বাবা"—
তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়—
তোমার খুকি এমনি বোকা হাবা।

ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা,
আমি বলি, "আমি গুরুমশাই"
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে "দাদা"।

তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা গাণুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না, মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ।

ব্যাকুল

অমন করে আছিস কেন মা গো
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কী-যে ভাবিস আপন মনে,
এখনো তোর হয়নি চুল বাঁধা।
বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে
জানলা খুলে দেখিস কী যে,
কাপড়ে যে লাগবে ধুলোকাদা।

ঐ তো গেল চারটে বেজে
ছুটি হোলো ইস্কুলে-যে
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি ।
বেলা অমনি গেল বয়ে
কেন আছিস অমন হয়ে
আজকে বুঝি পাসনি বাবার চিঠি ।
পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে
বাবার চিঠি রোজ কেন সে ছায় না ।
পড়বে ব'লে আপনি রাখে
যায় সে চলে ঝুলি-কাঁখে,
পেয়াদাটা ভারি দুষ্ট স্যায়না ।
মাগো মা, তুই আমার কথা শোন্,
ভাবিস নে মা, অমন সারাক্ষণ ।
কালকে যখন হাটের বারে
বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস ঝি-কে ।
দেখো ভুল করব না কোনো—
ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে ।

কেন মা, তুই হাসিস কেন।
বাবার মতো আমি যেন
অমন ভালো লিখতে পারিনেকো,
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড়ো বড়ো গোটা গোটা
লিখব যখন, তখন তুমি দেখো।
চিঠি লেখা হোলে পরে
বাবার মতো বুদ্ধি ক'রে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে ?
কখ্‌খনো না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে,
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে ॥

ছোটোবড়ো

এখনো তো বড়ো হয়নি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হোলে।

দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি ব'কে দেব !
বলব, "তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।"
বলব, "তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে"—
যখন হব বাবার মতো বড়ো।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে করব না তো তাড়া।
ছাতা একটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আসব পাড়া।
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে ;—
তিনি যদি বলেন, "সেলেট কোথা।
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো।"
আমি বলব "খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।"
গুরুমশায় শুনে তখন ক'বে—
"বাবুমশায়, আসি এখন তবে॥"

খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা,
আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
"কাজ করছি, গোল কোরো না মেলা।"
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়,
একলা যাব করব না তো ভয় ;
মামা যদি বলেন ছুটে এসে—
"হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়ো"—
বলব আমি "দেখছ না কি মামা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।"
দেখে দেখে মামা বলবে "তাই তো,
খোকা আমার সে-খোকা আর নাই তো॥"

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
আসবে যখন খিড়কি দুয়োর দিয়ে
ভাববে "কেন গোল শুনিনে ঘরে।"
তখন আমি চাবি খুলতে শিখে'
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝি-কে,
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি
"খোকা তোমার খেলা কেমনতরো।"

আমি বলব, "মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি-যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেব আবার॥"

আশ্বিনেতে পূজার ছুটি হবে
মেলা বসবে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি
খোকা তেমনি খোকা আছে বুঝি,
ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বলবে আমায় "পরো"
আমি বলব "দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে-ছোটো মাপ জামার—
পরতে গেলে আঁট হবে-যে আমার॥"

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি ?—বল্ মা সত্যি ক'রে ;
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে।

তোর মুখে মা, যেমন কথা শুনি,
তেমন কেন লেখেন না কো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে কখ্‌খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোনো।
সে-সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি।

স্নান করতে বেলা হোলো দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে,—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাকো,
সে কথা তাঁর মনেই থাকে না কো।
করেন সারাবেলা
লেখা-লেখা খেলা।

বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বলো, দুষ্টু ছেলে।
বকো আমায় গোল করলে পরে—
“দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে।”
বল্‌ তো, সত্যি বল্‌,
লিখে কী হয় ফল।

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ্‌ য ব র
আমার বেলা কেন মা, রাগ করো
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে।

বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ।
আমি যদি নৌকা করতে চাই
অমনি বলো—নষ্ট করতে নাই
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো।

বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধ্যে হোলো, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদীঘির মাঠে।
ধুধু করে যে-দিক পানে চাই,
কোনোখানে জন-মানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাবছ, এলেম কোথা,
আমি বলছি—ভয় কোরো না মা গো,
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরুবাছুর নাইকো কোনোখানে,
সন্ধ্যে হোতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
"দীঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো।"

এমন সময় "হাঁরে রে রে রে রে,"
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।—
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটা-বনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে
"আমি আছি ভয় কেন মা করো।"

হাতে-লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, "দাঁড়া, খবরদার;
এক পা কাছে আসিস যদি আর

বীরপুরুষ

এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার
টুক্‌রো করে দেব তোদের সেরে।"
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল "হাঁরে রে রে রে রে।"

তুমি বললে, "যাসনে খোকা ওরে,"
আমি বলি, "দেখো না চুপ ক'রে।"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হোলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে",
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে ;
বলছ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হোত তা না হোলে।"

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হোত তবে,
শুনত যারা অবাক হোত সবে,
দাদা বলত "কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে॥"

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো;
সে-বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত-মহলা-কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী
সাত-রাজার-ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে॥

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাতসাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু-হাতে তার কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
ঘাটের থেকে মাটির পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝরে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা—শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে॥

তোমরা যখন ঘাটে চলো স্নানের বেলা হোলে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে-ছাদে চলে।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে, মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সে-ও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।
জানিস নাপিত-পাড়া কোথায়—শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে॥

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ঐ পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে;
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।

সন্ধ্যে হোলে সেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে;
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে উঠে
ঝাউ-ডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি
বড়ো হোলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হোলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখী যত।

তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর ;
মানিকজোড়ের ঘর,
কাঁদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।

সন্ধ্যা হোলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি এক মনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি
বড়ো হোলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।

সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হোলে—
আসব তখন চলে
"বড়ো খিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা", ব'লে।

আবার আমি আসব ফিরে,
আঁধার হোলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি
বড়ো হোলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি॥

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ঐ নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো
বোঝাই-করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছ-টা,
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই না কো হাটে।
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
বসে বসে একলা ঘরের কোণে,
আমি তো মা, যাচ্ছি না কো চলে
রামের মতো চোদ্দবছর বনে।
আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
নৌকো-ভরা সোনামানিক বয়ে
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা, তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে।
তুপুর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে,
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ছুটির দিনে

ঐ দেখো মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো ;
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন্
অনেক হোলো বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল
ফেলে এলেম খেলা।

আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি।
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা, তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এই খানে বোস্
এই হেথা চৌকাঠ ;
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

ঐ দেখো মা, বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।
দেব্‌তা যখন ডেকে ওঠে
থর্‌থরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুনতে ভালবাসি
ব'সে কোণের ঘরে।

ঐ দেখো মা, জান্‌লা দিয়ে
আসে জলের ছাঁট,
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

কোন্‌ সাগরের তীরে মা গো
কোন্‌ পাহাড়ের পারে,
কোন্‌ রাজাদের দেশে মা গো
কোন্‌ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তার
নাই ডাইনে বাঁয়ে?
পথ দিয়ে তার সন্ধ্যে বেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারাদিন কি ধুধু করে
শুক্‌নো ঘাসের জমি।
একটা গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি
যায় না নিয়ে কাঠ?
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

এমনিতরো মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে।
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এই কোণে,
দুয়োরানী-মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট্,
রাজপুত্তুর চলে-যে কোন্
তেপান্তরের মাঠ।

ঐ দেখ্ মা গাঁয়ের পথে
রোদ নাইকো মোটে;
রাখাল-ছেলে সকাল ক'রে
ফিরেছে আজ গোঠে।

আজকে দেখো রাত হয়েছে
দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা বসে আছে
দাওয়ায় মাদুর পেতে।
আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথি-পত্তর যত,—
পড়ার কথা আজ বোলো না।
যখন বাবার মতো
বড়ো হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ,—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

বনবাস

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাবছ মনে।

চোদ্দ বছর ক-দিনে হয়
জানিনে মা ঠিক,
দণ্ডক বন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করিনে তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর,
সামনে দিয়ে বইত নদী
পড়ত বালির চর।
ছোটো একটি থাকত ডিঙি
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চ'রে বেড়ায় সেথা,
কাছে আসত ধেয়ে।
গাছের পাতা খাইয়ে দিতাম
আমি নিজের হাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে প'রে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুরি ভ'রে ভ'রে এনে
ঘরে দিতেম রেখে;
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

রোদের বেলায় অশথ তলায়
ঘাসের 'পরে আসি'
রাখাল-ছেলের মতো কেবল
বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের 'পরে ময়ূর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়ায়
ন্যাজ্‌টি পিঠে তুলে।

কখন্ আমি ঘুমিয়ে যেতেম
দুপুর বেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

সন্ধ্যেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে থাকি
আগুন হোলে জ্বালা।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধ্যে-তারা দেখা-যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে,—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

ঠাকুরদাদার মতো বনে
আছেন ঋষি মুনি,
তাঁদের পায়ে প্রণাম ক'রে
গল্প অনেক শুনি।

রাক্ষসেরে ভয় করিনে
আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা।
হনুমানকে যত্ন ক'রে
খাওয়াই দুধে-ভাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

মা গো, আমায় দে না কেন
একটি ছোটো ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে যাই।
আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো,
হাতে ধনুকবাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এমনি বরষাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে.

জ্যোতিষ-শাস্ত্র

আমি শুধু বলেছিলাম—
"কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা-চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধ্যেকালে
তখন কি কেউ তা'রে
ধরে আনতে পারে।"
শুনে' দাদা হেসে কেন
বললে আমায় "খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।
চাঁদ-যে থাকে অনেক দূরে
কেমন ক'রে ছুঁই।"
আমি বলি, "দাদা তুমি
জানো না কিচ্ছুই।
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জানলার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি, মা
অনেক দূরে থাকে।"
তবু দাদা বলে আমায় "খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।"

শিশু

দাদা বলে, "পাবি কোথায়
অত বড়ো ফাঁদ।"
আমি বলি "কেন দাদা,
ঐ তো ছোটো চাঁদ,
ছুটি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধ'রে।"
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায় "খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কত বড়ো।"
আমি বলি, "কী তুমি ছাই
ইস্কুলে-যে পড়ো।
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড়ো কিছু।"
তবু দাদা বলে আমায়, "খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।"

বৈজ্ঞানিক

যেমনি ওগো গুরু গুরু
মেঘের পেলে সাড়া,
যেমনি এল আষাঢ়মাসে
বৃষ্টি জলের ধারা,
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে
যেমন পড়ল আসি'
বাঁশবাগানে সোঁ সোঁ ক'রে
বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি—
অমনি দেখ্ মা চেয়ে
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল-যে ফুল,
এত রাশি রাশি।
তুই-যে ভাবিস ওরা কেবল
অম্‌নি যেন ফুল,
আমার মনে হয় মা, তোদের
সেটা ভারি ভুল।
ওরা সব ইস্কুলের ছেলে
পুঁথি-পত্র কাঁখে,
মাটির নিচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।

ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেলতে চাইলে গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে।

বোশেখ জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হোলে আঁধার ক'রে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।
অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হল্‌দে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে।

জানিস মা গো, ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি,
রাত্রে সেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।

দেখিসনে মা, বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত।
বুঝতে পারিস কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত।
জানিস কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে।
মা কি ওদের নাইকো ভাবিস
আমার মায়ের মতো।

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তা'রা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে, "আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে।"
আমি বলি "যাব কেমন ক'রে।"
তা'রা বলে "এসো মাঠের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।"

আমি বলি, "মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তা'রে ছেড়ে থাকব কেমন ক'রে।"
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ,
দু-হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।

ঢেউয়ের মধ্যে মাগো যারা থাকে,
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে "আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।"
তারা বলে, "কোন্‌দেশে-যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।"
আমি বলি, "কেমন ক'রে যাই।"
তারা বলে, "এসো ঘাটের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে।"
আমি বলি, "মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধ্যে হোলে নাম ধরে মোর ডাকে।
কেমন ক'রে ছেড়ে থাকব তাকে।"

তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ,
　　তুমি হবে অনেক দূরের দেশ।
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
　　কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
　　চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মা গো, ডালের পরে
　　কচি পাতায় করি লুটোপুটি।
　　　　তবে তুমি আমার কাছে হারো,
　　　　তখন কি মা, চিনতে আমায় পারো।
　　　　তুমি ডাকো "খোকা কোথায় ওরে।"
　　　　আমি শুধু হাসি চুপটি ক'রে।
তখন তুমি থাকবে যে-কাজ নিয়ে
　　সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি ক'রে চাঁপার তলা দিয়ে
　　আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে ;—

এখান দিয়ে পূজার ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে ;
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুরবেলা মহাভারত-হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হোলে ;—
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে ;—
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের পরে আনি',
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে ॥

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে,
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ ক'রে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বলো" তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে "দুষ্টু, ছিলি কোথা"।
আমি বলব, "বলব না সে-কথা ॥"

দুঃখহারী

মনে করো তুমি থাকবে ঘরে
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী
জিনিসপত্র সব নিয়েছি ভরি,
ভালো ক'রে দেখ্ তো মনে করি,
কী এনে মা, দেব তোমার তরে।

চাস কি মা, তুই এত এত সোনা।
সোনার দেশে করব আনাগোনা।
সোনামতী নদী-তীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফ'লে আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে,
না কুড়িয়ে আমি তো ফিরব না।

পরতে কি চাস মুক্তো গেঁথে হারে।
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর-পারে।
সেখানে মা, সকাল বেলা হোলে
ফুলের পরে মুক্তোগুলি দোলে,
টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে,
যত পারি আনব ভারে ভারে।

দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনক-লতার চারা অনেকগুলি,
তোর তরে মা, দেবো কৌটা খুলি'
সাত-রাজার-ধন মানিক একটি জোড়া।

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা ব'লে,
বলব আমি—নাই সে খোকা নাই।
মাগো, যাই।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে,
ধরতে আমায় পারবিনে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ
জানতে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে।

খোকার লাগি তুমি মা গো,
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বলব তোমায় "ঘুমো";
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে,
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে॥

পূজার সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,

বলবে—খোকা নেই-যে ঘরের মাঝে।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।

পূজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।"
বলিস, খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।

নদী

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চল্‌চল্ ছল্‌ছল্
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে।

সদা হেসে করে লুটোপুটি,
চলে কোন্ খানে ছুটোছুটি।
ওরা সকলের মন তুষি
আছে আপনার মনে খুশি।

আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে।
কেহ যেতে পারে তার কাছে।
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু-পাখিদের বাস,
সেথা শব্দ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে আছে মহামুনি।
তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধুধু।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।
শুধু হিমের মতন হাওয়া,
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া,

শুধু সারারাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের গায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে ;
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা,
সেথায় একা ছিল দিনরাতি
কেহই ছিল না খেলার সাথী ;
সেথায় কথা নাই কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।

নিচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত
তাদের বয়স কে জানে কত।
তাদের খোপে খাপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তারা ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো,
তাদের শাখায় জটার মতো
ঝুলে পড়েছে শেওলা যত;
তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে
সে-যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে-যে সদা খেলে লুকোচুরি
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।

পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলি চলে হাসি হাসি।

পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকে চুরে।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতনতরো।
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা,
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।
তারা সারা দিনরাত খেটে,
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে,
তারা চড়িয়া শিখর-পরে
বনের হরিণ শিকার করে।
নদী যত আগে আগে চলে

ততই সাথী জোটে দলে দলে।
তারা তারি মতো, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে ;

পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি ;
গায়ে আলো করে ঝিক্‌ঝিক্‌,
যেন পড়েছে হীরার চিক।
মুখে কল কল কত ভাষে
এত কথা কোথা হতে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।
তখন কলকল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল ;
কোথাও নিচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর ;
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।
কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খসে পড়ে ঝুপঝাপ।
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।

জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মতো ছোটে

শেষে পাহাড় ছাড়িয়ে এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারিদিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট,
কোথাও চাষীরা করেছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস,
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিষ দিয়ে দিয়ে নাচে ;
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে ;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।
কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলিছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারিদিক হতে তারা,

নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে
এখন কে রাখে ধরিয়া তারে।
তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকিয়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া ক'রে ডাকে।
দেখে এই মতো কত দেশ।
কে-বা গণিয়া করিবে শেষ।
কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা-রাঙা,
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু-ধারে গমের ক্ষেত,
কোথাও ছোটোখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী,
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা।
তারি ঘাটের সোপান যত,
জলে নামিয়াছে শত শত।

কোথাও সাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।

কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি';
নদী এই মতো অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে,
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে;
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।
কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু-বেলা সকাল সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।

কত জটাধারী ছাই-মাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট ;
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট ;
মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ।
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিক চরিছে আপন মনে।
কোথাও ধুধু করে বালুচর
সেথায় গাঙ্ শালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস ;
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে,
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে,

ঘন আম-কাঁটালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলা ভরা
সেথা খড়গুলা রাশ-করা ;
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে সাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় কঁ্যা কঁ্যা করে ঘোরে ঘানি ,
কোথাও কুমারের ঘোরে চাক্
দেয় সারাদিন ধ'রে পাক।
মুদি দোকানেতে সারাখন
ব'সে পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও বসি' পাঠশালা ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,
বড়ো বেতখানি লয়ে কোলে
ঘুমে গুরুমহাশয় ঢোলে।
হেথায় এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গরুর গাড়ি
ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি'।
রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুকিয়া বেড়ায় ধুলো।

নদী

যেদিন পুরণিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে ;
বনে ও-পারে আঁধার কালো
জলে ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি' থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটীরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে ;
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে,
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ওপারে চরের পাখি
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি।
নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
সেথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।

কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।
হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে ওঠে খল খল,
তরী করি' ওঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা প'ড়ে,
তখন জল যায় স'রে স'রে;
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে;
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।

নদী চলে যায় যত দূরে
ততই জল ওঠে পুরে পুরে।

শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হয়ে যায় ভুল ;
নীল হয়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা ;
ক্রমে নিচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল ;
ডাঙা কোন্ খানে পড়ে রয় ;
শুধু জলে জলে জলময়।
ওরে এ কী শুনি কোলাহল,
হেরি এ কী ঘন নীল জল।
ওই বুঝি রে সাগর হোথা,
উহার কিনারা কে জানে কোথা।
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।
ওঠে সাদা সাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মতো।
জল গরজি' গরজি' ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে'
ঢেউয়ে হাহা ক'রে পড়ে লুটে'।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায়ে বেড়ায় খেলে।

হেথা যতদূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই।
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,
শুধু ফেনা, আর শুধু ঢেউ,
আর নাহি কিছু নাহি কেউ।
হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ।
হেথা সারাদিন সারাবেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারাদিন নাচ গান
কভু হবেনাকো অবসান।
এখন কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তারে বুক পেতে।
তারে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদা মাটি দিবে ধুয়ে।
তারে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তার কানে কানে গেয়ে সুর
তার শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
র'বে অতল আদরে মিশি'।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্

দিনের আলো নিবে এল,
সূয্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে-লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে
রঙের উপর রং,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল,
ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা-হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান্॥"

আকাশ জুড়ে' মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।

কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে
কত দিনের লুকোচুরি
কত ঘরের কোণে
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান্॥"

মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি, সে
না যায় লেখাজোখা।

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"

মনে পড়ে সুয়োরানী
দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে
একেবারে চুপ।

তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান ॥"

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা।
শিবঠাকুরের বিয়ে হোলো
কবেকার সে কথা।
সেদিনো কি এম্নিতরো
মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বাজ বিজুলি
দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কী হোলো তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান ॥"

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই ;
রাঙা-বসন পারুল দিদি,
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনার মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি
করতেছে টুক্‌টুক্।
ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে
রাতটি-যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মতো আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের ক'রে
কী দেখছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধ'রে।

দেখছে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে-ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে,
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।

দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মতো
লতায় পাতায় হেলা দোলা
কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে
ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখতেছে ভাই বোন,
দুখিনী এক মায়ের তরে
আকুল হোলো মন॥

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরুদুরু।
কেবল শুনি কুলুকুলু
এ কী ঢেউয়ের খেলা
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু
সারা দুপুর বেলা।

মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে
খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ক'রে
ঝিঁ ঝিঁপোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে
শুনতেছে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে পড়ে,
আকুল করে মন॥

মেঘের পানে চেয়ে দেখে
মেঘ চলেছে ভেসে,
রাজহাঁসেরা উড়ে উড়ে
চলেছে কোন্ দেশে
প্রজাপতির বাড়ি কোথায়
জানে না তো কেউ,
সমস্ত দিন কোথায় চলে
লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হোলো বায়,
শুকনো পাতা খসে পড়ে
কোথায় উড়ে যায়।

ফুলের মাঝে তুই গালে হাত
দেখতেছে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়ছে মনে
কাঁদছে পরানমন ॥

সন্ধ্যে হোলে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছের দুটি তারা
গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হোলো,
স্তব্ধ পাখির ডাক,
থেকে থেকে করছে কা কা
দুটো একটা কাক।
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পুবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিস্থটি
চাঁপা ফুলের ঘরে।
"গল্প বলো পারুল দিদি"
সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে ॥

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে,
ঝাঁ ঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপ্ন দেখে মাকে ;
সকাল বেলা "জাগো জাগো"
পারুল দিদি ডাকে॥

বিম্ববতী

(রূপকথা)

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী

পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে—"কহ মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।"
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে।
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুলম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি।
সুবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি', —"কহ সত্য ক'রে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।"
দর্পণে উঠিল ফুটি' সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম আমি তারে বিষফুলমালা,

তবু মরিল না জলে সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

তার পরদিনে,—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পড়িল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—"কহ সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।"
উজ্জ্বল কনক-পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
"বনে পাঠালেম তা'রে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।"

তার পরদিন,—আবার সাজিল সুখে
নব অলংকারে, বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি "সত্য কহ মোরে

ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।”
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহন মুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

তার পরদিন রানী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
“সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বলো সত্য ক’রে।”
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।
চীৎকারি’ কহিল রানী কর হানি’ বুকে,—
“মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।”

ঘসিতে লাগিল রানী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হোলো দূর।

মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না,
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ ;—
সর্বাঙ্গে হীরক-মণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে ; ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনক দর্পণে তুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

নবীন অতিথি

(গান)

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি, নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন।
যতনে কত কী আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ।
কত আশা ভালবাসা গভীর হৃদয়তলে।
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে ;
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী,
কেমনে গোপন মনে করিলে হে পদার্পণ॥

অস্তসখী

রজনী একাদশী
পোহায় ধীরে ধীরে,
রঙিন মেঘমালা
উষারে বাঁধে ঘিরে।
আকাশে ক্ষীণ শশী
আড়ালে যেতে চায়,
দাঁড়ায়ে মাঝখানে
কিনারা নাহি পায়।
এ হেন কালে, যেন
মায়ের পানে মেয়ে
রয়েছে শুকতারা
চাঁদের মুখে চেয়ে।
কে তুমি মরি মরি
একটুখানি প্রাণ।
এনেছ কী না জানি
করিতে ওরে দান।
মহিমা যত ছিল
উদয়-বেলাকার
যতেক সুখ-সাথী
এখনি যাবে যার,

পুরানো সব গেলে,—
নূতন তুমি একা
বিদায়-কালে তারে
হাসিয়া দিলে দেখা।

ও চাঁদ যামিনীর
হাসির অবশেষ,
ও শুধু অতীতের
সুখের স্মৃতিলেশ,
তাহারা দ্রুতপদে
কোথায় গেছে সরে,
পারেনি সাথে যেতে
পিছিয়ে আছে পড়ে।

তাদেরি পানে ও-যে
নয়ন ছিল মেলি,
তাদেরি পথে ও-যে
চরণ ছিল ফেলি,
এমন সময়ে কে
ডাকিল পিছু পানে
একটি আলোকেরি
একটু মৃদু গানে॥

গভীর রজনীর
রিক্ত ভিখারীকে
ভোরের বেলাকার
কী লিপি দিলে লিখে
সোনার-আভা-মাখা
কী নব আশাখানি
শিশির-জলে ধুয়ে
তাহারে দিল আনি।

অস্ত উদয়ের
মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে
টানিছ ভালবেসে,—
বধূ ও বর-রূপে
করিলে এক-হিয়া
করুণ কিরণের
গ্রন্থি বাঁধি দিয়া॥

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাবলা রানী,
এক রত্তি মেয়ে

হাসিখুশি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুটফুটে তার দাঁত ক-খানি
পুটপুটে তার ঠোঁট।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব
উলোট পালোট।
কচি কচি হাত দু-খানি
কচি কচি মুঠি,
মুখ নেড়ে কেউ কথা ক'লে
হেসেই কুটি-কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা পা"
টলি টলি যায়,
গরবিণী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়॥

হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি
দেখায় যাকে তাকে,

হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
নোলক দোলে নাকে,
রাঙা ছুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফ'লে,
মায়ের চুমুখানি যেন
মুক্তো হয়ে দোলে।
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে
ছু-হাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে ছুলে ছুলে
ডাকে, আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোথেকে এল
চাঁদের মতো মেয়ে।
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে
চাঁদের মুখের হাসি আরো
বেশি ফুটে ওঠে॥

এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ
কেমন ক'রে আছে,

তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আসবে কাছে।
সুধামুখের হাসিখানি
চুরি ক'রে নিয়ে
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখব ধরে
রানীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা র'বে
হাসি রাশিতে॥

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি,
পল্লীটি তার দখলে,
সবাই তারি পূজো জোগায়
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়
কথায় যদি মন দেহো-
খুব-যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে,
আছে আমার সন্দেহ

ভোরের বেলা আঁধার থাকে,
　　ঘুম-যে কোথা ছোটে ওর,—
বিছানাতে হুলুস্থুলু
　　কলরবের চোটে ওর ॥
খিলখিলিয়ে হাসে শুধু
　　পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি ক'রে পালাতে যায়
　　মায়ের কোলে না গিয়ে।
হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়,
　　আমি তখন নাচারি,
কাঁধের পরে তুলে তারে
　　ক'রে বেড়াই পা-চারি ॥
মনের মতন বাহন পেয়ে
　　ভারি মনের খুশিতে
মারে আমায় মোটা মোটা
　　নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—
　　"একটু রোসো রোসো মা।"
মুঠো ক'রে ধরতে আসে
　　আমার চোখের চষমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায়
　　করে কতই কলহ।

তুমুল কাণ্ড। তোমরা তারে
শিষ্ট আচার বলহ!
তবু তো তার সঙ্গে আমার
বিবাদ করা সাজে না।
সে নইলে-যে তেমন ক'রে
ঘরের বাঁশি বাজে না।
সে না হোলে সকাল বেলায়
এত কুসুম ফুটবে কি।
সে না হোলে সন্ধ্যেবেলায়
সন্ধ্যেতারা উঠবে কি।
একটি দণ্ড ঘরে আমার
না যদি রয় দুরন্ত।
কোনোমতে হয় না তবে
বুকের শূন্য পূরণ তো।
দুষ্টুমি তার দখিন হাওয়া
সুখের তুফান-জাগানে,
দোলা দিয়ে যায় গো আমার
হৃদয়ের ফুল-বাগানে॥

নাম যদি তার জিগেস করো
সেই আছে এক ভাবনা,

কোন্ নামে-যে দিই পরিচয়
সে তো ভেবেই পাব না।
নামের খবর কে রাখে ওর
ডাকি ওরে যা-খুশি
দুষ্টু বলো দস্যি বলো
পোড়ারমুখী রাক্কুসী।
বাপ-মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ-মায়েরই থাক্ সে নয়
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে নয়॥

একজনেতে নাম রাখবে
কখন্ অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে-নাম নেবে
ভারি বিষম শাসন এ।
নিজের মনের মতো সবাই
করুন কেন নামকরণ,
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার,
খুড়ো ডাকুন রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সংস্কৃত নামটা ঐ।

এতে কারো দাম বাড়ে না

অভিধানের দামটা বই।

আমি বাপু ডেকেই বসি

যেটাই মুখে আসুক না।

যারে ডাকি সে তো বোঝে

আর সকলে হাসুক না;

একটি ছোটো মানুষ তাহার

একশো রকম রঙ্গ তো।

এমন লোককে একটি নামেই

ডাকা কি হয় সংগত।

বিচ্ছেদ

বাগানে ঐ দুটো গাছে

ফুল ফুটেছে কত যে,

ফুলের গন্ধে মনে পড়ে

ছিল ফুলের মতো যে।

ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে

আপন সুধা মাখায়ে,

সকাল হোত সকালবেলায়

যাহার পানে তাকায়ে।

সেই আমাদের ঘরের মেয়ে,

সে গেছে আজ প্রবাসে,

নিয়ে গেছে এখান থেকে
সকালবেলার শোভা সে
একটুখানি মেয়ে আমার
কত যুগের পুণ্য-যে
একটুখানি সরে গেছে
কতখানিই শূন্য যে ॥

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাশে।
বাড়িতে-যে কেউ কোথা নেই,
দুয়োরগুলো ভ্যাজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
ময়নাটি ঐ চুপটি ক'রে
ঝিমচ্ছে সেই খাঁচাতে
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে ॥

ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য প'ড়ে বিছানা,

কার তরে সে কেঁদে মরে—
সে কল্পনা মিছা না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে
নাম লেখা তায় কার গো।
এমনি তারা র'বে কি হায়,
খুলবে না কেউ আর গো।
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই তো—
স্মরণ ক'রে দেয় রে যারে
থাকেনাকো সেই তো।

উপহার

স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই,
কী-যে দিব তাই ভাবনা,
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজে পেতে সে তো পাব না
আমার যা ছিল, ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি-যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে-কথা।

সোনা রুপো আর হীরে জহরৎ
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যত সন্ধান পেয়ে
নে-গেছে যে যার বাটিতে।
টাকাকড়ি মেলা আছে টাকশালে
নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
বসন ভূষণ আছে সিন্ধুকে,
পাহারাও আছে ফি পদে॥

এ যে-সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশ রে।
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে গিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণ-চিহ্ন
যে যাহারে পারে দেয় যে।
তাও কত থাকে কত ভেঙে যায়
কত মিছে হয় ব্যয় যে॥
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিসপত্র
বল্ দেখি দিত কে তোরে।

তাই ভাবি মনে কী ধন আমার
দিয়ে যাব তোরে লুকিয়ে,
খুশি র'বি তুই খুশি হব আমি
বাস্ সব যাবে চুকিয়ে ॥

কিছু দিয়ে থুয়ে চির দিন তরে
কিনে রেখে দেব মন তোর
এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
জানিনেও হেন মন্তর।
নবীন জীবন বহুদূর পথ
পড়ে আছে তোর সুমুখে ;
স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
পিয়ে নিস এক চুমুকে ॥
সাথীদলে জুটে চলে যাস ছুটে,
নব আশে নব পিয়াসে,
যদি ভুলে যাস সময় না পাস,
কী যায় তাহাতে কী আসে
মনে রাখিবার চির অবকাশ
থাকে আমাদেরি বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
অন্তরে জেগে রয় সে।

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী
আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে
যায় চলে দেশ বিদেশে ;—
যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে
এসেছে আদরে গলিয়া,
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে
অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোটো নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে,—
যতদূর যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাকো নাই থাকো
মনে কোরো মনে কোরো না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস ঝরনা॥

পাখির পালক

খেলা ধুলো সব রহিল পড়িয়া
ছুটে চলে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা, দেখ্ দেখ্
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।"

আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে যায় ভুল বাঁধেনাকো চুল,
খুলে' পড়ে কেশরাশি।
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয়গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা,
কেঁপে ওঠে তারা নাচি'।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা, দেখ্ দেখ্
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে॥"

সোনালী রঙের পাখির পালক
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে ;
নয়ন-ভুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা,
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী
নীল আকাশের কথা।

ছোটোখাটো নীড় শাবকের ভিড়,
কতমতো কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা,
মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে-পালক কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে "ওমা, দেখ্ দেখ্
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।"

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
"কী বা জিনিসের ছিরি।"
ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি'।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি'।
শূন্য হতে যেন পাখির পালক
ভূতলে পড়িল খসি'।
খেলাধুলা তার হোলোনাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।

পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কারে আর ॥

অভিমানিনী

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ;
নিমেষহারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভরে এসেছে ।—
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো,
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি’,
ছোটো ছোটো রাঙা রাঙা ঠোঁট
ফুলে’ ফুলে’ উঠিতেছে কাঁপি ।
সাধিলেও কথা ক’বে না,
ডাকিলেও আসিবে না কাছে ;
সবার পরে অভিমান ক’রে
আপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে ।
কী হয়েছে কী হয়েছে ব’লে
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায় ;—

রাঙা ওই কপোলখানিতে
রবির হাসি হেসে চুমো খায়।
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল
রাগ ক'রে ঐ ফেলে দিয়েছে,
পায়ের কাছে পড়ে পড়ে তারা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে॥

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে।

পিতা বসি ছিল দ্বারে দু-জনে শুধাল তারে—
"কী পোষাক আনিয়াছ কিনে।"
পিতা কহে "আছে আছে, তোদের মায়ের কাছে
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।"

সবুর সহে না আর জননীরে বারবার
কহে, "মাগো, ধরি তোর পায়ে
বাবা আমাদের তরে কী কিনে' এনেছে ঘরে
একবার দে না মা, দেখায়ে।"

ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দু-খানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর ;
মধু কহে—"আর নেই ?" মা কহিল, "আছে এই
এক জোড়া ধুতি ও চাদর।"

রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, "চাহি না মা,
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।"

মা কহিল, "মধু, ছি ছি, কেন কাঁদো মিছামিছি
গরীব-যে তোমাদের বাপ,
এবার হয়নি ধান কত গেছে লোকসান
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ।

তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালবেসে
সাধ্যমতো এনেছেন কিনে,
সে-জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধুলির পরে
এই শিক্ষা হোলো এতদিনে !"

বিধু বলে, "এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর
এই জামা পরাস আমারে।"
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে।

সেথা মেলা লোক জড়ো রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে
চোখে তার পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহ-ভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া—
"কী রে মধু, হয়েছে কী। তোরে যে শুক্‌নো দেখি।"
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া।

কহিল, "আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।"
শুনি রায়মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
"সেজন্য ভাবনা কী বা তোর।"

ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, "ওরে গুপি,
তোর জামা দে তুই মধুরে।"
গুপির সে-জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর মুখে নাহি ধরে।

বুক ফুলাইয়া চলে সবারে ডাকিয়া বলে
"দেখো কাকা, দেখো চেয়ে মামা,
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।"

মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত—
"হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।

তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার করো ধেয়ে ধেয়ে।
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।

আয় বিধু, আয় বুকে চুমো খাই চাঁদমুখে
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।"

সুখ-দুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হোলো
ফুরিয়ে এল বেলা।

আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি,
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দ স্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে॥

২

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মতো,
ঐ-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি ;—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।

চেয়ে আছে নিমেষ-হারা
নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

মা-লক্ষ্মী

কার পানে মা, চেয়ে আছ
মেলি দুটি করুণ আঁখি।
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখি,
কে কারে কী বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,
করুণায় যে ভরে এল
দু-খানি তার আঁখির পাতা।
খেলতে খেলতে মায়ের আমার
আর বুঝি হোলো না খেলা।
ফুলের গুচ্ছ কোলে পড়ে;
কেন মা এ হেলাফেলা।
অনেক দুঃখ আছে হেথায়
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।

লক্ষ্মী আমার বল্ দেখি মা,
  লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে
সহসা আজ কাহার পুণ্যে
  উদয় হলি মোদের ঘরে।
সঙ্গে করে নিয়ে এলি
  হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
  এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।
থামো, থামো, ওর কাছেতে
  কোয়ো না কেউ কঠোর কথা,
অরুণ আঁখির বালাই নিয়ে
  কেউ কারে দিয়ো না ব্যথা।
সইতে যদি না পারে ও
  কেঁদে যদি চলে যায়—
এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে
  ফুলের মতো ঝরে যায়।
ওযে আমার শিশিরকণা,
  ওযে আমার সাঁজের তারা।
কবে এল কবে যাবে,
  এই ভয়েতে হই রে সারা॥

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসি মুখখানি।

প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে

মরি মরি, মুখে নাই বাণী।

প্রভাতে কিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি'

যেন শুভ্র কমলের দল,

আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে

কে তুই করুণাময়ী বল্।

অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি

জগতের প্রাণ জুড়াইছে,

ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে

আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।

কী যেন জানো গো ভাষা, কী যেন দিতেছ আশা

আঁখি দিয়ে পরান উথলে,

চারিদিকে ফুলগুলি কচি কচি বাহু তুলি

কোলে নাও, কোলে নাও বলে।

কারে যেন কাছে ডাকো, যেথা তুমি বসে থাকো

তার চারিদিকে থাকো তুমি,

তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে

পূর্ণ করো চরাচর ভূমি।

ওই-যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে

ওরা মোর আপনার লোক,

ওরা-ও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত,
জুঁই বেলা বকুল অশোক।
বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন-কিরণে তোর ভুলিবে পরান মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।
পরশি তোমার কায়, মধুর প্রভাত বায়,
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি-সুধা দাও, ওই দিক পানে চাও
প্রাণে হোক প্রভাত বিকাশ॥

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি
খেলাধুলা সব গেছে ভুলি।
ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখি-পাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলনা ছড়ানো আছে,
ঘুমিয়েছে খেলাতে খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,

কালো কালো চুল তার   বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।
সারারাত স্নেহ-সুখে   তারাগুলি চায় মুখে
যেন তারা করি গলাগলি,
কত কী-যে করে বলাবলি।
যেন তারা আঁচলেতে   আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসি-মাখা সুখের স্বপন
ধীরে ধীরে স্নেহ-ভরে   শিশুর প্রাণের পরে
একে একে করে বরিষন।
কাল যবে রবিকরে   কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়নগুলি,   ফুটিয়া উঠিবে খুলি
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।
প্রভাতের আলো জাগি   যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে   এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায়॥

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান।

পুরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগত ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
আলোকে আজি করি রে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখির গান লাগে রে যেন
দেহের চারিপাশে।
হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশপানে ফুটিতে চায়,
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারিয়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।

মেঘের মতো হারিয়ে দিশা
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়,
কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবস নিশি চলেছে তাই,

বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জ্যোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখি,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিতে চায় ;
হৃদয় মোর মেঘের মতো
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায় ;
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মতো হাসিতে চায় ;
মেঘের হাসি ছড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি ফুলের হাসি
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায় ।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো ফুটিতে চায় ॥

কাগজের নৌকা

ছুটি হোলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি ।

লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম,
বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি।

যদি সে-নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি',
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুল ভরি'।
বাড়ির বাগান গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকাল বেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল
প্রভাতের আলো পড়ি।

সেই কুসুমের অতি ছোটো বোঝা
কোন্ দিক্ পানে চলে যায় সোজা,

বেলা শেষে যদি পার হয়ে নদী
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে—
প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।
ছোটো ছোটো ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চলে যায় ডাকি'
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো,
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে ;
ঐ মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে।

বেলা হোলে শেষ বাড়ি থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি' ;
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,

কোথা কোন্ গাঁয় ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কভু নাহি করে মানা,
ধ'রে নাহি রাখে ফিরে নাহি ডাকে
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি পরে চড়ি
মন যায় ভেসে ভেসে॥

রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে ;
চোখ বুজে ভাবি,—এমন আঁধার,
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দু-ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি' খুঁজি'
তীরে তীরে ফিরে ভাসি'।
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি॥

সূর্য ও ফুল

পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি-পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো তো আছে॥"

শীত

পাখি বলে, আমি চলিলাম,
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
কিশলয় মাথাটি না তুলে'
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন ধূমল-ঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
পাখি কেন গেল গো চলিয়া।
কেন ফুল কেন সে ফুটে না।

চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটে না।
শীতের হৃদয় গেছে চলে
অসাড় হয়েছে তার মন,
ত্রিবলি-বলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
জ্যোৎস্নার যৌবন-ভরা রূপ,
ফুলের যৌবন পরিমল,
মলয়ের বাল্য-খেলা যত
পল্লবের বাল্য কোলাহল,
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখি বলে, চলিলাম ;
ফুল বলে, আমি ফুটিব না ;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
আশা বলে, বসন্ত আসিবে ;
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখি বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে ।
মনে তার শত আশা জাগে,
কী-যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে' ।
ফুটে ফুটে তারো মুখ ফুটে ;
পাখি গায় সে-ও গান গায় ;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দু-জনে খেলায় ।
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে আমিও আসিব,
পাখি বলে, আমিও গাহিব ;
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব ॥

শীত তুমি হেথা কেন এলে ।
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখি সেথা নাহি গাহে গান
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে

সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি' বসি'
জ্ঞানী গো, কাটায়ো তব দিন

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি
বাতাস বয়ে ওড়ে চুল :
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
মোটা মোটা গোটা ফুল।
আঁচল ভ'রে গেছে শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে, "ভাই, এ কেমন খেলা,
যাবার বেলা হোলো আসি।"
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,
পাগল ক'রে দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের পরে হানে,
হাসির 'পরে হানে হাসি॥

ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপ্‌ড়ি উড়ে করে-যে বিকল,

কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
ফুলের 'পরে পড়ে ফুল।
দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে' উড়ে' পড়ে শীতের শুভ্র কেশ,
কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হয়ে যায় দিক ভুল ॥

বসন্ত বালক হেসেই কুটি-কুটি,
টল্‌মল্ করে রাঙা চরণ দুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি,
বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি
অঙ্গুলি তুলি চায় ॥

রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশে পাশে হাসে কত জাতি যূথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী
বনফুল-বধূগুলি।
কত পাখি ডাকে কত পাখি গায়,
কিচি-মিচি-কিচি কত উড়ে যায়,

এ-পাশে ও পাশে মাথাটি হেলায়,
নাচে পুচ্ছখানি তুলি ॥

শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মনে মনে ভাবে এ কেমন বিদায় ;
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুল ঘায় হার মানে ।
শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায় হায়,
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায়
শীত গেল কোনখানে ॥

ফুলের ইতিহাস

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
প্রথম হেরিল চারিধার ।

মধুকর গান গেয়ে বলে,
“মধু কই, মধু দাও দাও ।”
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, “এই লও লও ।”

বায়ু আসি কহে কানে কানে
"ফুলবালা, পরিমল দাও।"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
"যাহা আছে সব লয়ে যাও।"
তরু-তলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।

মধুকর কাছে এসে বলে,
"মধু কই, মধু চাই চাই।"
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে—"কিছু নাই নাই।"
"ফুলবালা, পরিমল দাও।"
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
ফুল বলে, "আর কিবা আছে।"

———

শিশুর মৃত্যু

(অনুবাদ)

বেঁচেছিল, হেসে হেসে খেলা ক'রে বেড়াত সে
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হোলো তোমার।

শত রং-করা পাখি তোর কাছে ছিল নাকি।
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার॥
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি,
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি।
শত তারা-পুষ্পময়ী মহতী প্রকৃতি অয়ি,
না হয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য তব তাহে কি বাড়িল নব,
নূতন আনন্দ-কণা মিলিল কি ওরে।
অথচ তোমারি মতো বিশাল মায়ের হিয়া
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া॥

আকুল আহ্বান

সন্ধ্যে হোলো, গৃহ অন্ধকার,
মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে মা, মা কেউ বলে না।
সময় হোলো বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল রানী আমার রানী।

রাত্রি হোলো, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শেজ শূন্য-পানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে॥

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়॥
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা, ফিরে আয়
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া।

ফুলের দিনে সে-যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
একটি সে তো পরতে পেল না।

ফুল-যে ফোটে, ফুল-যে ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে-যে আর সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও-যে রইবে না তার তরে।
খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজো হাসে,
তার তরে তো কেহই বসে নেই
মা-যে কেবল রয়েছে তার আশে।
হায় রে বিধি সব কি ব্যর্থ হবে
ব্যর্থ হবে মায়ের ভালবাসা।
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরি আশা!

———

বিসর্জন

(অনুবাদ)

যে তোরে বাসে রে ভালো, তারে ভালবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস।
বিদায়। মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস।
আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।

সুখ শান্তি নিয়ে যাস তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস আমাদের কাছে।
হেথা রাখিতেছি ধ'রে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরি হোলো যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস তাহাদের ঘরে॥

পুরোনো-বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
পুকুর ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা,
কঠিন বাহু আঁকা বাঁকা,
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা
শিরে আকাশ-পট।

নেবে নেবে গেছে জলে
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মতো রসাতলে
আলয় খুঁজে মরে।
শতেক শাখা-বাহু তুলি',
বায়ুর সাথে কোলাকুলি
আনন্দেতে দোলাদুলি
গভীর প্রেম-ভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষকোটি পাতা,
আপন মনে গায় সে গাথা,
দুলায় মহাকায়া,
তড়িত পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে,
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে,
তলে গভীর ছায়া।

নিশি-দিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট।

কতই পাখি তোমার শাখে,
বসে-যে চলে গেছে,
ছোটো ছেলেরে তাদেরি মতো
ভুলে কি যেতে আছে।
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল-যে নীড়।
ডালেপালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিত বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক দু-নয়নে ?
তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে
শালিখ পাখি দুটি॥

ভাঙা ঘাটে নাইত কারা
তুলত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
করত টলমল।

জলের উপর রোদ পড়েছে
সোনা-মাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোটো ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
বায়ুর মতো খেলত যদি
তোমার চারিভিতে,
ছায়ার মতো শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে,
পাখির মতো উড়ে যেত
উড়ে আসত ফিরে,
হাঁসের মতো ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে॥

মনে হোত তোমার ছায়ে
কতই-যে কী আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাকত গাছে।
মনে হোত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।

আমি যদি তাদের হতেম।
কেন হলেম পর।
ছায়ার মতো ছায়ায় তারা
থাকে পাতার পরে,
গুনগুনিয়ে সবাই মিলে
কতই-যে গান করে।
দূরে লাগে মূলতানে তান,
পড়ে আসে বেলা,
ঘাটে বসে দেখে জলে
আলো ছায়ার খেলা
সন্ধ্যে হোলে খোঁপা বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে
খেলায় ঝুলি ঝুলি॥

গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারিভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্র তনু—
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিত মশাই—

বেত হাতে নাইকো বসে
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুর-ধারে আঁধার-করা
বটগাছের তলা।
আজকে কেন নাইকো তারা।
আছে আর সকলে,
তারা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে।
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙে দিল কে।
ছায়া কেবল রৈল পড়ে,
কোথায় গেল সে।
ডালে ব'সে পাখিরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে।
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে খাপে ;
পাখির সঙ্গে মিলে-মিশে
ছিল চুপে-চাপে,

দুপুর বেলা নূপুর তাদের
বাজত অনুক্ষণ,
ছোটো দুটি ভাই ভগিনীর
আকুল হোত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে।
গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসিপিসির দেশে॥

স্নেহ-স্মৃতি

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে, এনে দিলি মোর হাতে।
জল আসে আঁখি-পাতে হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কত দিন কত সুখ, কত হাসি, স্নেহ-মুখ,
কত কী পড়িল মনে প্রভাত বাতাসে,
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা, শ্যামল সুন্দর ধরা,
তরুণ অরুণ-রেখা নির্মল আকাশে ;

সকলি জড়িত হয়ে অন্তরে যেতেছে বয়ে
ডুবে যায় অশ্রুজলে হৃদয়ের কূল,
মনে পড়ে তারি সাথে জীবনের কত প্রাতে
সেই চাঁপা সেই বেলফুল ॥
বড়ো বেসেছিনু ভালো এই শোভা এই আলো
এ আকাশ, এ বাতাস এই ধরাতল ;
কত দিন বসি' তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সংগীত তরল ।
কতদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল ;
বড়ো ভালো লেগেছিল যেদিন সে হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল ॥
কত শুনিয়াছি বাঁশি, কত দেখিয়াছি হাসি,
কত উৎসবের দিনে কত-যে কৌতুক ;
কত বরষার বেলা সঘন আনন্দ-মেলা,
কত গানে জাগিয়াছে সুনিবিড় সুখ ;
এ প্রাণ বীণার মতো ঝংকারি উঠেছে কত,
আসিয়াছে শুভক্ষণ কত অনুকূল,
মনে পড়ে তারি সাথে কত দিন কত প্রাতে
সেই চাঁপা সেই বেলফুল ॥

মঙ্গল-গীত

(১)

এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা
তুলিতেছে আকাশ সাগরে,—
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা, যাব খেলা ক'রে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি' হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল।

নাই কি মা মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা।
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা!
হৃদয়েতে শুষ্ক কি মা, উৎস করুণার
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন।
জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম আসন।

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা।
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মতো নির্মমতা।
শুনো না করিছে কারা কথা কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে॥

আছে মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্যের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র শত ছলে
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

তুমি এসো দূরে এসো পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি।

নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণু-জাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে॥

(অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখো আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল বিভা, পূর্ণ-রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠো শুভ্র সূর্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মতো,
দাঁড়াও সায়াহ্ন-মাঝে পবিত্র-হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত॥)

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্য পথ দিয়া,
উঠেছে সংগীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা, আমরা যাত্রা করি চল্॥

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক॥

জেনো মা, এ সুখে দুঃখে আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না কোরো না অবিশ্বাস।
সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

কিছুই চাব না মাগো আপনার তরে,
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেম-সুধা হৃদয় ভিতরে,
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন॥

সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান ॥

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তি-নিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরচ্ছায়াময়।
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য-জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহা সুখে সুখ-দুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখ-শান্তি-দান ॥

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা;
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা;
কাছ থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়;
বলিবার সাধ নাহি মেটে ॥

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণ-পণে
কিছুতে মা, বলিতে না পারি,
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রু-বারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা এখন।

---

(২)

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয় ;
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ-পরে ঢেউ
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,

নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে-দিকে ফিরাবে তুমি দু-খানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ,
একটি আলোক-শিখা সুমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এসো মা উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে॥

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ-পরান
শাণিত ছুরির মতো বিঁধাইয়া বাণী
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,

শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া নিষ্ফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ ॥

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ,
পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত-নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে ॥

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো ॥

(৬)

আমার এ গান মা গো শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে।
আমার প্রাণের কথা নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মতো যাবে কি মা ভেসে।

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে চেয়ে থাকে তোর মুখে
চির-আশীর্বাদ সম কাছে কাছে থাকে॥

বিজনে সঙ্গীর মতো করে যেন বাস।
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসার-ঘোরে কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ ক'রে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস॥

সংসারের প্রলোভন যবে আসি' হানে
মধু-মাখা বিষ বাণী দুর্বল পরানে,
এ-গান আপন সুরে মন তোর রাখে পুরে'
ইষ্টমন্ত্র-সম সদা বাজে তোর কানে॥

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ।

পৃথিবীর ধূলি-জাল ক'রে দেয় অন্তরাল
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন ॥

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হয়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মতো তোরে নিয়ে যায় চুরি ক'রে
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা ॥

এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমিষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের পরে জেগে থাকে স্নেহ-ভরে
অকূলে নয়ন মেলি' দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরানে ;
তপ্ত শোণিতের মতো বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে ॥

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে।
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান সতত নূতন প্রাণ
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে ॥

যদি যাই মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ আঁখি।
যবে হায় সব গান হয়ে যাবে অবসান
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি॥

আশীর্বাদ

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

ছোটো ছোটো হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি' কৌতুকেতে দুলি' দুলি'
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।
সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি', ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।

কোলে তুলে লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

নূতন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে।
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটি না কয়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিয়ো না বিসর্জন॥

ক্ষুদ্র এ মাথার 'পর রাখো গো করুণ কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার মাঝে এসেছে কঠিন কাজে
আসেনি করিতে শুধু খেলা।
দেখে মুখ-শতদল চোখে মোর আসে জল
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে, সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান-খান
জীবনের পারাবারে যুঝি'।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ।
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।
বলো, "সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস,—
সুখদুঃখ করো হেলা সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"